দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...JUL 25 2006
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

বিজ্ঞানাগার নেই, প্র্যাকটিক্যাল হয় না, তবুও শিক্ষার্থীদের নম্বরে কমতি নেই!

॥ কসবা (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) থেকে সংবাদদাতা ॥

কসবা উপজেলা মাধ্যমিক পর্যায়ের অধিকাংশ স্কুল-মাদ্রাসায় বিজ্ঞানাগার নেই। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন না করেই বিজ্ঞান বিভাগের সার্টিফিকেট পাচ্ছে। এসএসসি'র চূড়ান্ত পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট স্কুল-মাদ্রাসার শিক্ষকরা ব্যবহারিক পরীক্ষার খাতায় মনমত নম্বর বসিয়ে দেন। কসবা পৌর এলাকাসহ উপজেলার ১০টি মাদ্রাসার মধ্যে হাতেগোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানাগার রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ স্কুল-মাদ্রাসাতেই খোলা হয়েছে বিজ্ঞান বিভাগ। সাধারণত ছাত্র-ছাত্রীরা বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে পড়তেই বেশি পছন্দ করে। বিজ্ঞান বিভাগের জীববিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থ বিদ্যা, উচ্চতর গণিত, কৃষি বিজ্ঞান ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের জন্য প্রতি সপ্তাহে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের বিধান থাকলেও ওইসব প্রতিষ্ঠানে তা পালন করা হয় না।

তাছাড়া অনেক পুরাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও বিজ্ঞানাগার নেই। এ ব্যাপারে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা জানান, মন্ত্রণালয় থেকে সাহায্য সহযোগিতা না পাওয়ায় বিজ্ঞানাগার করা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফান্ড নেই। ফলে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞান বিভাগের প্র্যাকটিক্যালের জন্য যন্ত্রপাতি কেনা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিজ্ঞানাগার না থাকলেও এবং প্যাকটিক্যাল ক্লাস না হলেও ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা উচ্চ নম্বর পেয়ে থাকে।